দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৭ ... ২০০২

মেয়েরা কেন পড়াশোনা করবে? কী প্রয়োজন মেয়েদের লেখাপড়া করার? মেয়েরা রাঁধবে-বাড়বে আর চুল বাঁধবে। মেয়েরা বাচ্চা পালবে, স্বামীর পদসেবা করবে। বাজারের হিসাব রাখার জন্য যতটা অঙ্ক জানা প্রয়োজন ততটুক অঙ্ক জানলে চলবে। স্বামীকে চিঠি লেখার মতো ভাষাজ্ঞান হলে হবে। না হয় ছেলেমেয়েদের পড়া দেখিয়ে দেয়ার জ্ঞানটুকু থাকল, অবশ্যই তা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত হতে হবে। এর বেশি হলে ছেলেমেয়েরা (মেয়েদের অবশ্য মায়েদের মতো এর বেশি পড়াশোনার দরকার নেই) কিভাবে মাকে বলবে তুমি কী বোঝ?"

মেয়েরা বের হবে? উচ্চশিক্ষা নেবে? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার হবে? বড় স্পর্ধা তো বাংলাদেশের মেয়েদের! কোন সাহসে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদে স্লোগান দিচ্ছে? মিছিল করছে, অনশনে অংশ নিচ্ছে? কিভাবে সহ্য করা যায়? তাদের পিটিয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।

ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালাতে কোন দ্বিধা নেই কেন?

বুয়েটের সাথে মেয়েদের কী সম্পর্ক? মেয়েদের হাতে কেন থাকবে ড্রিল মেশিন, হাতুড়ি? তাদের হাত তো থাকবে হাতা বেড়ি খুন্তি। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাও। মেয়েদের স্কুল-কলেজ সব বন্ধ করে দাও। চাদর দিয়ে সারা শরীর জড়িয়ে তারা বের হবে। সঙ্গে থাকতে হবে পুরুষ সঙ্গী। ভূতের মতো উল্টাদিকে চল। পাকিস্তান আমলে চলে যাও। আইয়ুব-মোনেম খাঁর তাঁবেদার হও। আইয়ুব-মোনেমের তাঁবেদাররা নাকি আইয়ুব-মোনেমের চেয়ে বড় আইয়ুব-মোনেম ছিল। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে সকল আইয়ুব-মোনেমের শিষ্যরা যা করছে তা দেখে আইয়ুব-মোনেমরা বেঁচে থাকলে নিজেরা লজ্জা পেত। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে সে সময় বহু ছাত্রীর সম্পৃক্ততা ছিল। মিছিল-মিটিংয়ে তাদের অবস্থান ছিল অগ্রগণ্য। অনেকটা নিজেদের বাঁচানোর জন্য সে সময়কার নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা মিছিল-মিটিংয়ে ছাত্রীদের সামনে রাখতেন। অন্তত তাদের গায়ে তো আর পুলিশ হাত দেবে না! সে পরাধীন দেশে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পুলিশবাহিনীর সদস্যরা মেয়েদের প্রতি ন্যূনতম এই শ্রদ্ধাবোধটা প্রদর্শন করত। স্বাধীন বাংলাদেশে এখন এই সৌজন্যবোধ, এই মানবতাবোধ উধাও হয়ে গেছে। এ স্বাধীন দেশে একদলের ছাত্ররা ছাত্রী মিছিলে হামলা করে। এ দেশে ছাত্রীদের ধর্ষণ করে ছাত্র! নেতারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি করে। এ দেশে ছাত্রী হলে ঢুকে পুলিশবাহিনীর সদস্য বলাৎকার ছাড়া সবধরনের বল প্রয়োগ করে ছাত্রীদের ওপর। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ছাত্রীদের গায়ে এসএসসি বা এইচএসসি পাস পুলিশবাহিনীর সদস্যরা অনায়াসে হাত তুলতে পারে, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারে। প্রশাসনের কিছু যায় আসে না। তেমনি বুয়েটে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের পাশে সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য এসে পুলিশের লাঠির বাড়ি আর টিয়ার গ্যাস খেতে হয় সাধারণ ছাত্রীদেরও। ছাত্রী নির্যাতনের এক নতুন ধারা সংযোজন হলো। দুই টেন্ডারবাজ ছাত্র গ্রুপের সংঘর্ষের বলি হলো বুয়েটের ছাত্রী সনি। সবাই জানে মুকি আসল হোতা। সেই মুকিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশবাহিনী বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়েছে। সনির প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে প্রশাসন! আর সনি হত্যার বিচার কী হবে তা তো এখন সহজেই অনুমেয়।

ইলা মিত্রের মতো রাজনীতিবিদরা অকথ্য পুলিশ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মতিয়া চৌধুরী বহুবার জেলে গেছেন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া বেশ কয়েকবার গৃহবন্দী হয়েছেন। ছাত্র মিছিলেও গুলি চলেছে, লাঠিচার্জ হয়েছে। কিন্তু শুধু ছাত্রীদের পেটানো, হেনস্থা করার মতো একটা বর্বর নজির স্থাপিত হলো এ দেশের ইতিহাসে। এটা কি কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? কোন মৌলবাদীদের আবছা উস্কানি? মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা? আফগানিস্তানের মতো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে মেয়েদের এক অমানবিক পঙ্গু ও স্থবির জীবনে পাঠিয়ে দেয়ার কোন প্রাথমিক পদক্ষেপ কি এটা?

তারা বোধ হয় ভুল করছে। তারা জানে না এ দেশে প্রীতিলতা জন্মেছেন, জন্মেছেন কল্পনা দত্ত, জন্মেছেন মনোরমা মাসিমা, ইলা মিত্র। এ দেশের নারীরা সংগ্রাম করতে জানে। এ ধরনের ভয়, নির্যাতনে এ দেশের নারীরা পিছপা হবে না সেটি বোধ হয় বুঝতে পারছে না আইয়ুব-মোনেম খানের নির্লজ্জ অনুসারী ও প্রেতাত্মারা।

পারভীন সুলতানা